আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচনে জামায়াত প্রার্থীর লিফলেট উন্মোচন অনুষ্ঠান

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী শেখ হুসাইন টিপুর প্রচারণার অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

রবিবার বাদ এশা আলমডাঙ্গার আল তায়েবা মোড়স্থ হ্যামলেট ক্যাফেতে এ উপলক্ষে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বক্তারা বলেন, গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থীর ব্যাপক ভোটপ্রাপ্তির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে গণসংযোগ, সভা ও পথসভার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াতের আমির মাহের আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মামুন রেজা, পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিন, ডা. শাফায়েতুল্লাহ হিরো এবং বিশিষ্ট ইসলামী বক্তা হোসাইন মোহাম্মদ মাহাফুজ।

আলমডাঙ্গা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি শাহীন সাহিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বেলগাছি ইউনিয়ন আমির আমানুল্লাহ আমাল, কালিদাশপুর ইউনিয়ন আমির আশাদুল হক, পৌর ১ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের আমির আব্দুল কুদ্দুস, সেক্রেটারি আব্দুল লতিফ, ২ নম্বর ওয়ার্ড আমির আশাবুল হক বাবু, ৭ নম্বর ওয়ার্ড আমির আব্দুর রহিম, খলিলুর রহমান, ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন, শরিফুল ইসলাম পিন্টু, কাজী আব্দুস সালামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভায় জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নূর মোহাম্মদ টিপু বলেন, “পৌরসভার মানোন্নয়ন, নাগরিক সেবা বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট ও

পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে আমরা কাজ করে যাব। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধ, মাদক নির্মূল এবং দুর্নীতি-অনিয়ম প্রতিরোধের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে একটি মডেল পৌরসভায় রূপান্তর করতে চাই।”

দামুড়হুদায় দলকা বিলে চাঁদাবাজি ও হামলার অভিযোগ, পাহারাদার আহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দলকা বিলে চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির পাহারাদারদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এক পাহারাদার গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনায় ৮ জনের নাম উল্লেখ করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত এজাহার দায়ের করা হয়েছে।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, দলকা বিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি ওমর আলী অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সম্প্রতি অভিযুক্তরা তার কাছে ২৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে, সমিতির সদস্যদের ও বিলের পাহারাদারদের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, গত ১০ মে দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে কয়েকজন ব্যক্তি ধারালো হাসুয়া, রামদা, চাইনিজ কুড়াল ও মাছ ধরার বিশেষ অস্ত্র ‘ঝুপি’ নিয়ে দলকা বিলে প্রবেশ করে পাহারাদারদের ভয়ভীতি দেখায় এবং বিল ছেড়ে চলে যেতে বলে। পাহারাদাররা বাধা দিলে হামলাকারীরা পাহারাদার রেজাউলকে (৫২) অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। এসময় তার মাথায় মাছ ধরার ঝুপি দিয়ে আঘাত করলে তিনি গুরুতর আহত হন।

রেজাউলের ডাকচিৎকারে অপর দুই পাহারাদার ঘটনাস্থলে ছুটে এলে অভিযুক্তরা খুন-জখমের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে আহত রেজাউলকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার বিষয়ে বিল কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা শেষে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করা হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগী। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় ১১ পিস টাপেন্টাডলসহ যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১১ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জামজামি ক্যাম্পের পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন জামজামি খামারপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মোঃ মাসুদের চায়ের দোকানের সামনে রাস্তা থেকে মোঃ সিজাব (১৯) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে ১১ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

ঘটনাটি গত ৮ মে রাত ১১টা ৩০ মিনিটে ঘটে। এ ঘটনায় আরও ২ জন আসামি এবং অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন জড়িত রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল বলেন, গ্রেফতারকৃত ও পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তাদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দামুড়হুদায় ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ ৬ জন আটক

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ ৬ জনকে আটক করেছে।

আটককৃতরা হলেন কুতুবপুর গ্রামের মৃত মুনতাজ আলীর ছেলে নজরুল ইসলাম (৭০), তারানগর গ্রামের খোশবারির ছেলে রাশেদ (২৮), নওগাঁ জেলার দিঘিরপাড় গ্রামের অহিদুল ইসলামের ছেলে শামীম ইসলাম (২২), ভেড়ামারার মুন্সিপাড়া গ্রামের জিয়াউল হকের ছেলে জুবায়ের ইসলাম (২১), জুড়ানপুর গ্রামের মতিয়ারের ছেলে ফয়সাল (২৩) এবং জুড়ানপুর গ্রামের আফসার আলীর ছেলে মহিদুর (৩৯)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই সবুজ, এসআই উত্তম ও এএসআই মামুন মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে কুতুবপুর, তারানগর ও জুড়ানপুর এলাকা থেকে ওই ৬ জনকে আটক করা হয়। পরে তাদের দেহ তল্লাশি করে ৫০ গ্রাম গাঁজা ও মাদক বিক্রির প্রায় ১১ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, মাদক সেবন ও বিক্রির সময় তাদের আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৫০ গ্রাম গাঁজা ও মাদক বিক্রির প্রায় ১১ হাজার টাকা জব্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় জন্ম নিবন্ধন

জালিয়াতির অভিযোগে ইউপি কর্মকর্তাসহ গ্রেপ্তার ২

চুয়াডাঙ্গায় জন্ম নিবন্ধন জালিয়াতির অভিযোগে দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের এক প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও এক উদ্যোক্তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার (৯ মে) দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে রাত ২টার দিকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা রায়হান মাহমুদ (৩৫) এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা আরিফুল ইসলাম (৩০)। তাদের বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, প্রশাসনিক কর্মকর্তা রায়হান মাহমুদ ও ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা আরিফুল ইসলাম বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের জন্মসনদসহ বিভিন্ন অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

গত বৃহস্পতিবার বিধিবহির্ভূতভাবে জন্মনিবন্ধন করা হচ্ছে এমন অভিযোগ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রকে জানান এক অজ্ঞাত ব্যক্তি।

অভিযোগটি যাচাই-বাছাই করে দেখা যায়, উপযুক্ত প্রমাণক ছাড়াই সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার মোহাম্মদ শহিদ মিয়া এবং কুমিল্লা জেলার বিল্লাল নামের দুই ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে। তাদের বর্তমান ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা হয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রাম।

সরেজমিন তদন্তে দেখা যায়, তারা কেউই ওই এলাকার বাসিন্দা নন এবং স্থানীয়রাও তাদের চেনেন না। গত ১২ মার্চ ও ৭ মার্চ বিধিবহির্ভূতভাবে তাদের জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে আরও একাধিক ভুয়া জন্ম নিবন্ধন তৈরির অভিযোগ রয়েছে।

বিষয়টি লিখিতভাবে জেলা প্রশাসককে জানান সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। পরে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা

দায়ের করা হয়।

দর্শনা থানার পরিদর্শক হিমেল রানা জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।

দামুড়হুদার ডুগডুগী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে একটি মাংসের দোকান ও একটি ওষুধের দোকানকে জরিমানা করা হয়েছে।

শনিবার বেলা ১০টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম।

অভিযানকালে ডুগডুগী বাজারের হোসেন ড্রাগ হাউসে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ ও বিক্রির অভিযোগে দোকানের মালিক শরিফুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৫১ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ অপসারণ করা হয়।

এছাড়া একই বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাংস বিক্রি ও পশু জবাই সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের দায়ে মাংস বিক্রেতা মহিদুল ইসলামকে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১-এর ২৪(১) ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মাংস বিনষ্ট করা হয়।

অভিযানে উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন সহযোগিতা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বাজার ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় স্ত্রীর নির্দেশে স্বামীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখমের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর শাহপাড়ায় পারিবারিক বিরোধের জেরে আক্তার হোসেন (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে তার স্ত্রী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে। আহত আক্তার বর্তমানে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত আক্তার হোসেন জয়রামপুর শাহপাড়ার মৃত সবুর আলির ছেলে। এ ঘটনায় তার ভাই সুমন বাদী হয়ে গত বৃহস্পতিবার দামুড়হুদা মডেল থানায় দুইজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৬-৭ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন। মামলার নম্বর-৬, তারিখ ০৭/০৫/২০২৬ ইং।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০ বছর আগে জয়রামপুর চৌধুরীপাড়ার ফকির মোহাম্মদের মেয়ে তাসলির সঙ্গে আক্তারের বিয়ে হয়।

দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল এবং গত ৭ মে তাদের তালাক হওয়ার কথা ছিল। এর জের ধরে কিছুদিন ধরে আক্তারকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, গত ৫ মে রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে জয়রামপুর শাহপাড়ায় রুবেলের ট্রাক্টর গ্যারেজের সামনে আক্তার পৌঁছালে তাসলি ও তার মা মেমজান পূর্বপরিকল্পিতভাবে ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীদের দিয়ে তার ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা মুখ কাপড়ে ঢেকে ধারালো চাপাতি, চাইনিজ কুড়াল, রামদা, লোহার রড ও জিআই পাইপ নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়।

প্রাণ বাঁচাতে আক্তার গ্যারেজের ভেতরে আশ্রয় নিলেও সন্ত্রাসীরা সেখানে ঢুকে এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়ে তাকে গুরুতর জখম করে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। হামলায় আক্তারের মাথা, বুক, পেট, হাত, পিঠ ও পায়ে মোট ১০-১২টি গুরুতর কোপ লাগে। পরে হামলাকারীরা তার পকেটে থাকা ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

পরিবারের সদস্যরা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকেও উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে রেফার করা হয়।

ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, আক্তারের শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হওয়ায় চিকিৎসকরা মোট ৭৮টি সেলাই দিয়েছেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “এ ঘটনায় সুমন নামের একজন বাদী হয়ে দুইজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৬-৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তবে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”

আলমডাঙ্গায় আম-লিচু বাগান নিয়ে সংঘর্ষ, দেশীয় অস্ত্রসহ আটক ৪

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া পশ্চিমপাড়ায় আম ও লিচু বাগানের মালিকানা ও দখল নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর দেশীয় অস্ত্রসহ চারজনকে আটক করেছে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্প।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৫ মে বিকেল আনুমানিক ৫টার দিকে উপজেলার ভাংবাড়ীয়া গ্রামের একটি আম ও লিচু বাগানে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বাগান পরিদর্শন ও কাঁটাতারের বেড়া মেরামতের উদ্দেশ্যে শহিদুল ইসলাম (৫৫) তার সঙ্গে শাহিবুল (২৭), শাস্তি
(৬৫) ও জুয়েলকে (২৫) নিয়ে বাগানে গেলে পূর্ব বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে।

অভিযোগ রয়েছে, হামলাকারীরা রামদা, লোহার রড, ফালা, ঝুপি, চাইনিজ কুড়াল ও বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে। এতে

শাহিবুল, শাস্তি ও জুয়েলসহ উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হন।

একপর্যায়ে তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয় মজিবুল ইসলাম (৩০) এগিয়ে এসে বাধা দিতে গেলে অভিযুক্ত নিলু তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে রামদা দিয়ে মাথায় কোপ দেয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এতে তার মাথার ডান পাশে গুরুতর রক্তাক্ত জখম হয়।

অপরদিকে সাত্তার (৫০) সংঘর্ষ থামাতে গেলে অভিযুক্ত কালু তাকে লক্ষ্য করে কোপ মারতে যায়। এসময় তিনি হাত দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করলে তার ডান হাতের তিনটি আঙুল কেটে যায় এবং কবজিতেও গুরুতর জখম হয়।

সংঘর্ষ চলাকালে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। গুরুতর আহত সাত্তারকে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি দেখে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অন্যদিকে আহত মজিবুলকে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তার মাথায় প্রায় ৩৫টি সেলাই দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানায় একটি এজাহার দায়ের করা হয়েছে। মামলার পর গতকাল শুক্রবার দুপুরে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মিজানুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ভাংবাড়ীয়া পশ্চিমপাড়ায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে তাদের বাড়ি থেকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন নিলু (৩০), কালু (৪০), নালু (৩৫) ও আইতাল (৫৫)। তারা সবাই মৃত রিজাল হকের ছেলে বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তারের পর আসামিদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি রামদা, একটি ধারালো ছুরি, একটি কুড়াল ও একটি হাতুড়ি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত এসব দেশীয় অস্ত্র সংঘর্ষে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

ঘটনার পর পুরো এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ টহল জোরদার করেছে। স্থানীয়দের মধ্যেও

নতুন করে সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে স্থানীয় সচেতন মহল দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি ও এলাকায় স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দামুড়হুদায় বাল্যবিবাহ বন্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত, দুইজনকে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে বাল্যবিবাহ নিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দুইজনকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বিয়েতে ছেলের বয়স ২১ বছর হলেও মেয়ের বয়স ১৫ বছর হওয়ায় বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অভিযানে বিবাহ নিবন্ধক শামসুর কাজির সহকারী কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের মৃত চাঁদ মোহাম্মদের ছেলে আব্দুস সাত্তার (৬২) এবং ছেলে পক্ষের অভিভাবক দামুড়হুদা উপজেলার চন্দ্রবাস গ্রামের জিয়ারুল রহমানের স্ত্রী মমতাজ বেগমকে (৩৭) ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এছাড়াও ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকার বিষয়ে উভয়ের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন শাহীন আলম। এসময় দামুড়হুদা মডেল

থানার এসআই সবুজ উদ্দীনসহ পুলিশের একটি চৌকস টিম উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ৩৮ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই যুবক আটক

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দর্শনা শান্তিপাড়া থেকে ৩৮ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই যুবককে আটক করেছে।

আটককৃত দুই যুবক চুয়াডাঙ্গা বনানী পাড়ার আশরাফুল হকের ছেলে সেন্টু হোসেন (৩২) ও একইপাড়ার মোস্তাফার ছেলে মেহেদী হাসানকে
(৩৩) আটক করে।

পুলিশ জানায়, আজ শুক্রবার দুপুরে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ হিমেল রানার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার মাদকখ্যাত চিহ্নিত শান্তিপাড়া থেকে দুই যুবকের কাছে থাকা ৩৮ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুজনকে আটক করে।

গতকাল তাদের দুজনকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।